বিভা চিত্রনের নিবেদন !
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের—
রাজমোহনের বৌ

বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম বাংলা উপন্যাস—"রাজমোহনের বৌ"

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে Indian Field নামক পত্রিকায় Rajmohans' Wife ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। তখন বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষার প্রচলন ছিল। ৺বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন উক্ত ভাষা দুইটির কোনটিতেই, মনের ভাব মধুরভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি নিজে নতুনভাবে এক ভাষার আশ্রয় লইয়া Rajmohans' Wife-এর বাংলা তর্জমা করেন।

"রাজমোহনের বৌ" একটি ঘটনা বহুল উপন্যাস এবং বহু বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের সমাবেশে উপন্যাসটীর সমাপ্তি ঘটে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পরবর্ত্তী লেখনীতে, "রাজমোহনের বউ"র এক একটি ঘটনাকে অণুপ্রানিত করিয়া, বিভিন্ন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন।

"রাজমোহনের বৌ" পড়িলে অতি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইহা হইতে—দুর্গেশ নন্দিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি বিশেষ জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

মাধব ও মাতঙ্গিনীর শৈশবকালের স্নেহ, প্রীতি তাহাদের যৌবনে ভালবাসায় পরিণত হয়। কিন্তু নিয়তির চক্রে রাজমোহনের সহিত মাতঙ্গিনীর বিবাহ হয়। মাতঙ্গিনী মাধবকে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। শৈবলিনীরও ঠিক একই অবস্থা হয়—সে সারা জীবন প্রতাপের জন্য উন্মাদ হইয়া থাকে। ৺বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম গ্রন্থে মাতঙ্গিনীকে বহুভাবে ক্ষমা করিয়াছেন কিন্তু শৈবলিনীকে সত্যের খাতিরে একেবারেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। প্রতাপ ও মাধব উভয়েই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সংযত।

রাজমোহন যেমনি মাতঙ্গিনীর জন্য ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল—ওসমান তেমনি আয়েষার জন্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। রাজমোহন এবং ওসমান উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সায়েস্তা করার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল।

সন্দেহের পরবশে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করে। রাজমোহনের সন্দেহ মাতঙ্গিনীর উপর যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাহাকে খুন করিবার সময় ৺বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে প্রাণে বাঁচাইলেন বটে কিন্তু সারা জীবন মাতঙ্গিনীকে সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা, অত্যাচার ভোগ করিতে হয়।

কৃষ্ণকান্তের উইলের জন্যই "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসটির সৃষ্টি হয়। মাধব ঘোষের উইল লইয়া "রাজমোহনের বৌর" পরিচয় ঘটে। মথুর ঘোষ মাধব ঘোষের খুল্লতাত ভাই—রাধাগঞ্জের অত্যাচারী জমিদার, নরদানব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মাধব ঘোষের ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে ডাকাতের সর্দ্দারের সাহায্যে রাজমোহনের নিকট হইতে মাধব ঘোষের বাড়ীর যাবতীয় গোপন খবর সংগ্রহ করে। রাজমোহন মাধব ঘোষের সহৃদয়তায়, তাহার জমিদারীর একাংশের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। যথাসময়ে ডাকাতের দল মাধব ঘোষের বাড়ী আক্রমণ করার জন্য গভীর রাত্রে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও মশাল হাতে লইয়া গভীর অরণ্য-পথে যাত্রা করে। মাতঙ্গিনী সব জানিতে পারে।.....

গভীর রাত্রে বন্য পশুর আবাসভূমি ভীষণ অরণ্য পথে, মাতঙ্গিনী মাধবকে সাবধান করার জন্য যাত্রা করে। পথে ভীষণ ঝড়, ঝঞ্ঝা, অশনির মুহুর্মুহু বজ্র নিনাদ—বিকট-দর্শন ডাকাত দলের তাণ্ডব নৃত্য, তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ—পাশবিক উন্মাদ অট্ট চীৎকার—ভীত-চকিত গ্রামবাসীর করুণ আর্ত্তনাদে নিশুতি রাতের স্তব্ধ মৌনভাব ভঙ্গ করে। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে।.....

মাতঙ্গিনী ধরা পড়ে। রাজমোহন তাহাকে খুন করিতে বসে—কিন্তু অভিশপ্তা নারীর অদৃষ্টে লাঞ্ছনার আরও অনেক কিছু বাকী ছিল—তাই মাতঙ্গিনী বাঁচিয়া গেল—ইহার অল্পকাল পরেই সহসা মাতঙ্গিনী অদৃশ্য হইয়া পড়ে; এবং মাধব ঘোষ তাহার নিজ বাড়ী হইতে অন্তর্দ্ধান হয়—সারা গ্রামে চাঞ্চল্য দেখা যায়।

মথুর ঘোষের অট্টালিকার এক নির্জ্জনাংশ "গুদাম মহল" নামে পরিচিত। এই গুদাম মহল, মথুর ঘোষের পাশবিক লীলা ক্ষেত্র। মাধব এখানে দস্যু সর্দ্দার ও ভিখুর নজর বন্দী হইয়া থাকে। সহসা সেই নির্জন কারাগার ভেদ করিয়া এক নারীর করুণ আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসে—সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে—কিন্তু কোনস্থানে কোন মনুষ্যের সন্ধান মেলে না—পুনঃ সেই নারীর করুণ আর্ত্তনাদ! দস্যু সর্দ্দার পলায়ন করে, মাধব মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসে—পাশের ঘর হইতে এক স্তিমিতালোক—মাধব সন্তর্পণে প্রবেশ করে—সবিস্ময়ে দেখে অন্ধকারে মিলিয়া আছে এক নারীর স্থির মূর্ত্তি, নির্জ্জীব পুত্তলিকাবৎ—মাধব ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ওঠে; নিষ্পলক ভাবে সেদিকে তাকাইয়া থাকে—

—.....আজকের জগতেও এমনি ধারা ন্যায়, মমতা ও সরলতার বিচার এমনি ভাবেই হয়। শুধু নারী ও অর্থের লোভে এক ভাই অন্য ভাইয়ের ঘরে হানাদার পাঠাইয়া ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করে: ছদ্মবেশী ডাকাতের নাম দিয়া নারী জাতিকে সর্ব্ববিধ অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করে.....চির নির্য্যাতিতা ও লাঞ্ছিতা এক নারী; আর তার বেদন ভরা অভিশপ্ত জীবনের এক করুণ কাহিনী।

জাগো জাগো হে পূরবাসী
হ'ল নিশি অবসান রে;
সোনার আলোয় ঐ দূরের আকাশ জাগে
শীতল হ'ল মন প্রাণ রে!!
এই সোনার আলোয়—
তোর দেহ মন ভ'রে নে
ও তোর মনের আঁধার উজল ক'রে নে
শয়ন শিয়রে হ'ল প্রদীপ ম্লান রে।
বটের ছায়ায় বাজে রাখালিয়া বাঁশীগো
মাটির বুকে জাগে একি সবুজ হাসি গো
বাজে, বাজে বাঁশী গো।
এই জাগরণে তোর
স্বপ্ন বিলাস মুছে যাক্
ও তোর, এই জীবনের সব পরাজয়
ঘুচে যাক্—
শোন পাখীর কণ্ঠে জাগে গান রে—

গৌরী প্রসন্ন মজুমদার।

এ ত নহে দূরে চলে যাওয়া
এ যে ওগো আরো কাছে আসা
তাই মোর চোখে জল নাই
ভুল নহে ত ভালবাসা
(জানি) ভুল নহে ত ভালবাসা।
প্রেম সে ত কভু নয় মাটীর পুতুল
সে ত নহে বালুর বাসা
সে যে অন্তর বিনিময়
বাহিরের কিছু নয়
নয় অভিনয়ে কাঁদা হাসা।
বাহিরে হারিয়ে যাওয়া, হারাণ নহে
ঝরে ফুল, তবু তার সুরভি রহে
আঁধারের মাঝে রয় আলোর হাসি
কবি চলে যায়, রহে ভাষা!
এ যে ওগো আরো কাছে আসা।

দেবেশ বাগচী।

খবর দার—
খবরদার খবরদার খবরদার
এই দুনিয়ার আমরা মালিক
নয় এ জমির জমাদার—
চালাই শড়কি ঢাল তলোয়ার
জ্বালাই আগুন ঘর দরবার
হিম্মৎ জিসকা মুল্লুক ইসকা
জোর জুলুম সে সব কুছ ইয়ার
ধিনতা——ক্রুরর ধিনতা কিকৃতা তিনা
তিন তাকিকৃতা ধিনা জানতা?
এক দুই তিন চার
" " " " খোনতা আঃ কেয়্যা হোগেয়ী
ধাক্রাং ধা ধা ধাক্রাং ধা ধা ধাক্রাং ধা ধা ধিন ধা
কত্ কেটে ধিন্ ধা তেইচৈ কতা গদি ধেনা ধা
ক্রুরর.....
মারব পিটব লুটব মজা—রক্তে মাটি করব লাল
রুখনে ওয়ালা কোন হ্যায় রে এইসা কোন হ্যায়
মোহন লাল।
সোনা, চাঁদী হীরা জহর
লুটি সারা পল্লী শহর
হাকিম হেকিম মানি না ভাই
আমরা করি নিজ বিচার।

দেবেশ বাগচী।

গোল্ডেন পিক্‌চারস্‌এর পক্ষ হইতে প্রচার সচিব শ্রীসুশীল মাধব বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত;
এস, এণ্ট'ল এণ্ড কোং লিঃ হইতে মুদ্রিত।

বিভা চিত্রনের
নিবেদন

দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ
চন্দ্রশেখর ও বিষবৃক্ষ যে
প্রতিভার পরিনতি তাহার
প্রথম বিকাশ

GORA

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

রাজমোহনের বৌ

প্রযোজনা—কানাই লাল পাঞ্চাল

একমাত্র পরিবেশক—গোল্ডেন পিকচারস।